

Q. 1. Explain the arguments generally advanced in support of interactionism. Explain and evaluate the objections raised against the theory.

Or, Find out the nature and content of the theory of Interactionism.

Ans. According to the theory of Interactionism, there is a causal relation between physical event and mental event. A physical event can cause a mental event and similarly a mental event can influence a physical event. For example, when we have bleeding in any part of our body, we feel pain and when we have any pleasurable experience or feeling we start laughing. In this way we can say that our body can influence our mind and our mind also can influence our body. So, our mind and body are related to each other in the relation of interaction. Common people accept this relation of interaction between mind and body. The medium of this interaction between mind and body is our brain.

The main advocate of this theory is French philosopher Descarte. According to him, mind and body are substances with completely opposite features. Body has extension but mind is extensionless. Body does not have consciousness but mind is conscious in nature. So we find oppositeness in mind and body. Though there is oppositeness between mind and body these two can influence each other through penial gland in our brain.

The main defect of this theory is that this theory has considered mind and body as opposite but this theory admits a close interaction between the two. But they cannot explain clearly how this interaction between two opposite substances can take place. But in reply to this objection it can be said that this objection can only be raised if we take the ideas of causation in a narrow sense. According to John Hospers, if we take it for granted that an event cannot cause another without

making any influence on it, then the event of interaction between mind and body will remain indistinct and obscure. Because if a substance has to act upon another, then both of them have to become physical objects. But cause may have many kinds. There may be such causal relation where no events of causal relations remain present or if there are any such relation it is very difficult to realise. Even in case of physical objects there may be events of acting on other objects. But these events are very difficult to realise because these happen very distantly. For example, according to the Law of Gravitation, different stars and planets attract each other. But this event of attraction is very difficult to realise. When a moving ball hits a static ball and makes it moving, then we can easily understand the event of action. Similarly we can understand the event of gravitation. From this viewpoint we can say that there may be causal relations without any action or influence on the effect. Because, no connection or conjunction between cause and effect can be perceived. Besides, there are many cases in which we can know the particular cause of particular effect. But in those cases we do not know how a cause creates an effect. In these cases we cannot say that cause acts upon the effect. Similar things can take place in case of the causal relation between mind and body.

Besides, the theory of interactionism is not consistent with the Law of Conservation of Energy which is an established principle of Physics. According to this principle, the total amount of energy present in this universe is always same. It can never increase or decrease. According to interactionism our body acts upon our mind and causes change. Similarly our mind acts upon our body and causes change. Mind can exhaust its energy for creating change in the body. For example, if mind expresses will for moving physical organ, then some energy of the mind will be exhausted for expressing will. Similarly, there will be creation of new energy in the body. In that case, mental energy will be exhausted and physical energy will be gained. But the amount of both mental and physical energy will always remain same. This is the main content of the principle of Conservation of Energy. Besides we can only think when our brain cells become active and exercise some of their powers. Here the power of our brain is exhausted for creating mental process of thinking. So our physical power becomes less or decreased. But as per the above principle the total amount of physical power remains unchanged.

But it can be said here that when physical power is converted to mental energy then physical power is decreased and mental power is increased as well. Similarly, when mental energy creates physical energy then mental energy becomes less and physical energy is increased. So, the total quantity of energy becomes unchanged but one energy changed into another only. Thus, if we admit the universality or undestructibility of energy, then we must admit that mind and body are not totally different because in that one cannot be transformed into another.

১০.২. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (Interactionism)

দর্শনের ইতিহাসে দেকার্টে (Descartes) সর্বপ্রথম দেহ-মনের সম্পর্ক বিষয়ে এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হন। আমাদের লৌকিক অভিমতকেই সমর্থন জানিয়ে দেকার্ট দেহ-মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বীকার করেন। এ জন্য দেহ-মনের সম্পর্ক বিষয়ে দেকার্টের দার্শনিক মতবাদ ‘ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ’ নামে পরিচিত। লৌকিক মতে দেহ ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমর্থিত হলেও কি ভাবে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। দেকার্ট তাঁর দার্শনিক মতবাদে এই বিষয়টির এক ব্যাখ্যা

দিয়েছেন। দর্শন কেবল বিষয়ের বর্ণনা দেয় না, তার ব্যাখ্যাও দেয়। এখানেই লোকিক মতবাদের সঙ্গে দাশনিক মতবাদের পার্থক্য।

দেকার্তের মতে, দেহ ও মন পরম্পর-বিরোধী দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য (Substance)। দেহ তার অস্তিত্বের জন্য মনের ওপর অথবা মন তার অস্তিত্বের জন্য দেহের ওপর নির্ভর করে না। দেহের সারধর্ম (essence) বিস্তার, মনের সারধর্ম চেতনা। দেহ ভৌতিক পদার্থ হওয়ায় দেশ-কাল জুড়ে থাকে। চেতনার বিস্তার না থাকায় তা কালিক হলেও দেশ জুড়ে থাকে না। তথাপি, দেহ ও মন পরম্পর-নিরপেক্ষ দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হলেও, তাদের মধ্যে পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। আলোক তরঙ্গ চক্ষুরিন্দ্রিয় উদ্বীপিত করলে এবং সেই উদ্বীপনা অক্ষিপটের সংবেদীয় স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে বাহিত হলে বর্ণ-সংবেদন হয়। এখানে দৈহিক পরিবর্তন (স্নায়ু-পরিবর্তন দৈহিক) মানসিক অবস্থার (সংবেদন মানসিক) কারণ হয়। তেমনি আবার ইচ্ছা অনুসারে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। হস্ত-উত্তোলনের ইচ্ছা হস্তকে উত্তোলিত করে, পদ-সঞ্চালনের ইচ্ছার ফলে পদ-সঞ্চালিত হয়। এখানে মানসিক ঘটনা দৈহিক ঘটনার কারণ হয়।

এখানে একটি জটিল প্রশ্ন দেখা দেয়। দেহ ও মন দুটি বিরুদ্ধধর্মী দ্রব্য হলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি-ভাবে স্থাপিত হতে পারে ? কার্য ও কারণের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য ও পরিমাণগত সমতা থাকা প্রয়োজন। H_2O থেকে জল উৎপন্ন হয়। এখানে HO এবং জলের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য আছে—উভয়ই জড়ধর্মী ভৌতপদার্থ। H_2O ও জলের মধ্যে পরিমাণগত সমতাও আছে। H_2O -এর পরিমাণ যা হবে উৎপন্ন জলের পরিমাণও তাই হবে—কম বা বেশি হবে না। কিন্তু দেহ ও মনের মধ্যে এ-প্রকার গুণগত সাদৃশ্য ও পরিমাণগত সমতা থাকতে পারে না। স্নায়বিক উত্তেজনা ও সংবেদনের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য ও পরিমাণগত সমতা আছে, বলা যাবে না।

এই অসুবিধা উপলব্ধি করে দেকার্ত বলেন যে, দেহ-মনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকলেও সে সম্পর্ক সরাসরি সম্পর্ক নয় ; অর্থাৎ দেহ সরাসরি মনের ওপর অথবা মন সরাসরি দেহের ওপর ক্রিয়া করে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বা কণেক্টিভের স্নায়বিক উত্তেজনা বর্ণ-সংবেদন বা শব্দ-সংবেদনের কারণ হলেও তা প্রত্যক্ষ কারণ নয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্নায়বিক উত্তেজনা মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে প্রথমে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, বিশেষ করে পিনিয়েল গ্রন্থিতে (Pineal gland) উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং সেই উত্তেজনা মানসিক ব্যাপারের কারণ হয়। কাজেই, দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হচ্ছে মস্তিষ্কের স্নায়ু-অঞ্চল, বিশেষ করে পিনিয়েল গ্রন্থি।

সমালোচনা (Criticism) :

কিন্তু দাশনিক বিচারে, দেকার্তের এ-প্রকার অভিমতকে যুক্তিযুক্ত বলা যাবে না। প্রথমত, মস্তিষ্ক-অঞ্চল বা পিনিয়েল গ্রন্থি দেহেরই অঙ্গ। কাজেই, এখানে পূর্বের আপত্তিটিকে পুনরায় উত্থাপন করা যায়—দেহের অঙ্গ মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের সম্পর্ক কি-ভাবে সম্ভব হতে পারে ? দৈশিক সম্পর্ক থাকায়, একটি স্নায়বিক উত্তেজনা অন্য এক স্নায়বিক উত্তেজনার কার্য বা কারণ

হতে পারে এবং এভাবে কার্য-কারণ পরম্পরায় স্নায়বিক উন্নেজনা মন্তিষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলকে অথবা পিনিয়েল গ্রস্থিকে উন্নেজিত করতে পারে। একথা স্বীকার করার মধ্যে কোন দোষ নেই। তেমনি মানসিক কোন ব্যাপার অন্য এক মানসিক ব্যাপারের কার্য বা কারণ হতে পারে— একটি ধারণা অন্য এক ধারণাকে সৃষ্টি করতে পারে বা অন্য ধারণার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু দৈহিক উন্নেজনা থেকে বিজাতীয় মানসিক চাঞ্চল্যের, অথবা মানসিক চাঞ্চল্য থেকে বিজাতীয় দৈহিক উন্নেজনার উন্নত হতে পারে না। ভিন্নধর্মী দেহ ও মনের মধ্যে কোন সেতুবন্ধন রচনা করা যায় না। আমার সামনের টেবিলের ওপর বইটিকে এক ইঞ্চি সরাতে গেলে আমার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তা সম্ভব হয় না, সে ইচ্ছা যতই প্রবল হোক না কেন ; কিন্তু সামান্য একটি আঙুলের স্পর্শেই তা সম্ভব হতে পারে—সে স্পর্শ লঘু হলেও। তেমনি আবার, আমার মনকে বাইরের বিষয় থেকে সরিয়ে এনে পাঠ্য বিষয়ে নিযুক্ত করাতে হলে ঘরের মধ্যে নিজেকে (দেহকে) আবদ্ধ রাখলে তা সম্ভব হয় না, তা সম্ভব হতে পারে মানসিক ইচ্ছা বা অনুরাগের দ্বারা। মূল কথা হল—দেহ ও মনকে দুটি স্বতন্ত্র ও বিরুদ্ধধর্মী বিষয় বললে তাদের আর গ্রস্থিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না। দেহ-মনের দ্বৈত প্রচার করে দেকার্ত এভাবে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়ত, দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে অপর একটি জোরালো আপত্তি হল—এ-মতবাদ মানলে পদার্থবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত ‘শক্তির নিয়তা নিয়মকে’ (Law of Conservation of Energy) অগ্রাহ্য করতে হয়। পদার্থবিদ্যার এই নিয়ম অনুসারে, ভৌতজগতের শক্তি-ভাণ্ডার স্থির থাকে—শক্তির সমষ্টিগত পরিমাণ বাঢ়ে না, কমেও না। শক্তির কেবল রূপান্তর ঘটে—গতীয় শক্তি নিশ্চল শক্তিতে, তড়িৎ শক্তি চুম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, যদিও সমষ্টিগত শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ মানলে বলতে হয় যে, দেহ যখন মনকে প্রভাবিত করে তখন দেহের শক্তি দৈহিকশক্তির সঙ্গে বহিরাগত শক্তি যুক্ত হয়ে সমষ্টিগত শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ-অভিমত শক্তির নিয়তা নিয়মকে অমান্য করে, কেননা নিয়তা নিয়ম অনুসারে, জড়জগৎ (দৈহিক জগৎ) এক বদ্ধ জগৎ—যার থেকে শক্তি নির্গত হয়ে বাইরে যেতে পারে না, তেমনি আবার বাইরে থেকেও কোন শক্তি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে এ-সব আপত্তি উপাপিত হলেও দেহ মনের সম্পর্ক বিষয়ে এ-মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করাও যায় না। এ মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মূলে হল, কার্য-কারণ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণা। আমরা সাধারণত মনে করি যে কার্য ও কারণের মধ্যে যোগ হবে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি। দেহ ও মন দুটি ভিন্নধর্মী দ্রব্য হওয়ায় তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ হতে পারে না বলে কার্য-কারণ সম্বন্ধও থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অধ্যাপক হসপার্স (Hospers) বলেন, বিজ্ঞানে এমন অনেক কিছুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্বীকার করা হয় যাদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। সৌরগ্রহণগুলীর সঙ্গে সূর্যের প্রত্যক্ষযোগ না থাকলেও এটা বিজ্ঞান-স্বীকৃত যে, সূর্যের মহাকর্ষশক্তি ঐ-সব গ্রহের সূর্য-পরিক্রমণের কারণ। তাহলে, দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ অর্থাৎ সংযোগ না ঘটলেও তাদের মধ্যে কার্য-কারণ

সম্বন্ধ স্থিকৃত হতে পারে। একই ভাবে বলা যায়, দেহ ও মন পরম্পর যুক্ত না হলেও তাদের মধ্যে পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব হতে পারে।

দেহ ও মনের মধ্যে যে ভিন্নতা আছে তা সাধারণ-জ্ঞানেও অঙ্গীকার করা হয় না। তবে দেহ-মনের ভিন্নতা অর্থে দৈতবাদ বোঝায় না। আসলে দেহ ও মন ভিন্নধর্মী হলেও তারা দুটি ভিন্ন সত্তা নয়, উভয়ে মিলে এক সমগ্র সত্তা—এমন মনে করাই যুক্তিযুক্ত। দেহ ও মনকে এভাবে প্রহণ করলে শক্তির নিত্যতা নিয়মও লঙ্ঘিত হয় না, কেননা সেক্ষেত্রে দেহ মনকে অথবা মন দেহকে প্রভাবিত করলেও সমগ্র সত্তার সমষ্টিগত শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।